بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

হামরাউল আসাদ যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)- এর জীবনচরিতের অনুপম সৌন্দর্য
এবং চলমান বিশ্ব পরিস্থিতি
এবং
হুযূর (আই.) এর সুস্বাস্থ্যের জন্য দোয়ার আহ্বান

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩রা মে, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

'গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ'-' সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থের আলোকে পর্যালোচনা করেন যে, উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের রাতে মদীনায় চরম ভীতিকর এক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। কেননা, বাহ্যত কুরাইশ কাফিররা মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেও তাদের পক্ষ থেকে পুনরায় মদীনার মুসলমানদের ওপর আক্রমণের গভীর আশঙ্কা ছিল। তাই সে রাতে পুরো মদীনায় এবং বিশেষভাবে মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। যখন সকাল হল, তখন দেখা গেল যে এই আশংকা নিছক ভ্রম ছিল না, কারণ ফজর হওয়ার পূর্বেই মহানবী (সা.) সংবাদ পেলেন যে কুরাইশের সৈন্যদল মদীনা থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থান করছে এবং কুরাইশ সর্দাররা (নিজেদের মধ্যে) তর্ক করছিল এই বলে যে, তোমরা মহানবী (সা.)-কে হত্যা করো নি, মুসলমান নারীদের ক্রীতদাস বানাতে সক্ষম হওনি, তাদের সম্পত্তি দখল করো নি, অথচ যখন তোমরা তাদের উপর বিজয়ী হলে, তাদেরকে এমনভাবে ছেড়ে আসলে, যাতে তারা আবার ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। তাই ফিরে গিয়ে মদীনায় আক্রমণ করে মুসলমানদের শিকড় কেটে ফেলার সুযোগ এখনো আছে। উল্টো দিকে অন্যরা বলত, তোমরা বিজয় অর্জন করেছ, এখন তোমাদের জন্য ফিরে যাওয়াই শ্রেয়, পাছে এ বিজয় কখনো পরাজয়ে পরিণত না হয়।

মহানবী (সা.) যখন এ সংবাদ পেয়েছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার ঘোষণা দেন এবং একই সঙ্গে

নির্দেশ দেন যে, যারা উহুদে অংশগ্রহণ করেছিল তারা ছাড়া আর কেউ যেন আমাদের সঙ্গে বের না হয়। উহুদের মুজাহিদরা তাদের ক্ষতস্থান বেঁধে তাদের প্রিয়তম মালিক (সা.) এর সাথে অভিযানে চলে গেল।

মুসলমানরা মদীনা থেকে আট মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে হামরাউল আসাদ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। এখানে, রণকৌশল হিসেবে রাতেরবেলা মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে অধিক সংখ্যায় মশাল জালিয়ে রাখার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া মহানবী (সা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার পর ফিরে গিয়ে মাবাদ বিন আবু মাবাদ খুযাঈ আবু সুফিয়ানকে মুসলমানদের সৈন্যসামন্ত সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে আর এমনভাবে ভয় দেখায় যে, তারা মক্কায় ফেরত চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এটি মূলত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাদের হৃদয়ে সৃষ্ট ত্রাস ছিল যার কারণে তারা চরম ভয় পেয়েছিল। যাহোক, তাদের চলে যাওয়ার পর তিন দিন সেখানে অবস্থান করে মহানবী (সা.) সাহাবীদেরকে নিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

উহুদের যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে অনেক পর্যালোচনা হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক এটিকে মুসলমানদের জন্য পরাজয় আখ্যা দিয়েছে, আবার অনেকে এটিকে পরাজয় বলতে দ্বিধাবোধ করে এবং জয় ও পরাজয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে রেখে নিজেদের মতামত প্রকাশ করে। তবে কেউ কেউ এটিকে পরাজয়ের পর জয় হয়েছে বলে জোরালো দাবি করে থাকে।

প্রকৃত বিষয় হলো, প্রচলিত যুদ্ধনীতি অনুযায়ী এটিকে পরাজয় বলার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, মুসলমানরা তো তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছিল যখন আবু সুফিয়ান কাফির সেনাদের নিয়ে ফেরত চলে গিয়েছিল। যদিও আবু সুফিয়ান উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করছিল, আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধের দিন, কিন্তুতার এ দাবি ছিল বুলিসর্বস্ব। কেননা, বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা কাফিরদের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেছিলেন, তারা গণিমতের সম্পদ লাভ করেছিলেন, কাফিরদের সত্তর জনকে বন্দি করা হয়েছিল এবং যুদ্ধ শেষে বদরের প্রান্তরে তিন দিন অবস্থান করে মদীনায় ফেরত এসেছিলেন। এর বিপরীতে উহুদের যুদ্ধে কাফিররা কিছুই লাভ করতে পারেনি। দু'একজন ছাড়া না তারা মুসলমানদের জ্যেষ্ঠ নেতাদের হত্যা করতে পেরেছিল, না মালে গণিমত হস্তগত হয়েছিল আর যুদ্ধক্ষেত্রও তারা আগেভাগে ত্যাগ করেছিল। কাজেই এটি কীভাবে বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ হতে পারে?

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) বলেন, বদরের যুদ্ধের বিপরীতে উহুদের যুদ্ধে কাফিরদের বিশেষ সফলতা ছিল না। তবে, মুসলমানদের সাময়িক কিছু ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন প্রথমত, সত্তরজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন এবং অনেক সাহাবী গুরুতর আহত হয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, মদীনার ইহুদী এবং মুনাফিকরা বদরের যুদ্ধের পর যে ভয় পেয়েছিল; উহুদের যুদ্ধের পর তাদের হৃদয়ে কিছুটা সাহস সঞ্চার হয় এবং তারা আবার মাথাচাড়া দিতে আরম্ভকরে। তৃতীয়ত, মক্কার কাফিরদের সাহস বেড়ে যায় আর তারা মনে করতে থাকে যে, আমরা বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ নিয়েছি; ভবিষ্যতেও সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করলে আমরা মুসলমানদের ধরাশায়ী করতে পারব। তবে, মুসলমানদের জন্য বদরের যুদ্ধের মহান বিজয়ের পর উহুদের যুদ্ধের এরূপ পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল। আর মহানবী (সা.)-এর স্বপ্নে দেখা ভবিষ্যদ্বাণী এই যুদ্ধে হুবহু পূর্ণ হয়েছিল। কাজেই এটিকে কোনোভাবেই বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ বলা যাবে না। নীতিগত কথা হলো, যে কোনো যুদ্ধেই উভয়পক্ষ কিছু না কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

উহুদের যুদ্ধের সাময়িক পরাজয় এক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিকর হলেও, অপরদিকে এটি লাভজনকও প্রমাণিত হয়েছে। যেমন, মুসলমানদের কাছে এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.)-এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না। যেমন, তিনি মদীনার ভেতরে থেকে যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন আর এমনটি না হলে কী কী ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে স্বপ্নের

উল্লেখও করেছিলেন যা পরবর্তীতে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া তিনি (সা.) উহুদ প্রান্তরে একটি গিরিপথে পঞ্চাশজন সাহাবীকে মোতায়েন করেছিলেন আর জোর তাগিদ দিয়েছিলেন যেন কোনভাবেই তারা এ স্থান ত্যাগ না করে। কিন্তু তাদের এই নির্দেশ অমান্য করার কারণে মুসলমানরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল। অতএব, এ দৃষ্টিকোণ থেকে উহুদের যুদ্ধের পরিণতিও মুসলমানদের জন্য শিক্ষণীয় প্রমাণিত হয়। তদুপরি, গযওয়াযে হামরাউল আসাদ মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস পূর্ণরূপে ফিরিয়ে দেয় এবং কাফিরদের দম্ভও মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে যায়। অনুরূপভাবে মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকরা যে সাময়িকভাবে মাথাচাড়া দিয়েছিল, তাও দমন হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) এক ভাষণে উহুদ যুদ্ধের পরবর্তি ঘটনাগুলির বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলির মধ্যে কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হলো:

(১) মুসলমানদের পরাজয় বোধ সম্পূর্ণ দূর করার জন্য এর চেয়ে ভালো পদক্ষেপ আর হতে পারত না। (২) নবীন যুবক ও নতুন মুজাহিদদেরকে তাঁর সাথে যেতে না দিয়ে, মহানবী (সা.) নিশ্চিতভাবেই প্রমাণ করলেন যে তাঁর প্রকৃত আস্থা ছিল তাঁর প্রভুর উপর। (৩) তিনি উহুদের ময়দানে আহত সাহাবাদেরকে সান্ত্বনা প্রদান করেন এবং তাদের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেন। (৪) মহানবী (সা.)-এর এই শতভাগ আস্থা কোনো আবেগপূর্ণ সিদ্ধান্ত ছিল না, বরং উহুদের দ্বিতীয় দিনে মহানবী (সা.) এর শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনের সিদ্ধান্ত তাঁর সাহাবাদের জন্য এত বড় অনুগ্রহ যা কোনো সেনাপতি তার সেনাবাহিনীর প্রতি কখনো করেনি। সাহাবাদের আহত মানসিকতা এত দ্রুত তিনি নিরাময় করে তুলেছিলেন।

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم انك حميد مجيد।

(৫) পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করে যে, মহানবী (সা.) এর এই পদক্ষেপ শুধু মানসিক ও নৈতিকই ছিল না, সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তা অত্যন্ত কার্যকর ছিল। মহানবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রজ্ঞা ও কৌশলের মাধ্যমে মহান কল্যান অর্জন করেছিলেন।

হুযূর {হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)} বলেন, মহানবী (সা.) এর প্রতিটি অভিযানের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মহানবী (সা.)-এর চমৎকার ও অতুলনীয় ক্ষমতার ওপর আশ্চর্যজনক আলোকপাত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর প্রথম ও শেষ মর্যাদা ছিল একজন যুদ্ধ বিশেষজ্ঞের নয়, বরং একজন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতার ছিল যাঁর হাতে ছিল মহৎ নৈতিকতার পতাকা। যে মহান জিহাদে তিনি (সা.) উচ্চ নৈতিকতার পতাকাকে সমুন্নত রাখতে এবং উচ্চতর করার জন্য নিয়োজিত ছিলেন তা ছিল একটি অন্তহীন সংগ্রাম যা শান্তির অবস্থার পাশাপাশি যুদ্ধের পরিস্থিতিতেও অব্যাহত ছিল।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, উহুদের যুদ্ধ মহানবী (সা.)-এর সত্যতার অনেক বড় একটি প্রমাণ বহন করে। উহুদের যুদ্ধে মহানবী (সা.)কৃত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলমানরা প্রথম দিকে সফলতা লাভ করে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর চাচা শাহাদত বরণ করেন। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কাফিরদের অনেক নেতা নিহত হয়। ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি নিজেও আহত হন এবং অনেক সাহাবী শাহাদত বরণ করেন।

হুযূর (আই.) বলেন, উহুদের যুদ্ধ এবং গযওয়ায়ে হামরাউল আসাদের বিবরণ এখানেই সমাপ্ত হচ্ছে।

হুযূর (আই.) বলেন, 'বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতি, মুসলমানদের দুরবস্থা এবং ফিলিস্তিনিদের বিষয়ে দোয়া অব্যাহত রাখুন। যদিও অনেকের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির পরামর্শ আসছে, কিন্তু যুদ্ধবিরতি হলেও

ফিলিস্তিনিদের ওপর নিপীড়ন বন্ধ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই অনেক দোয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা ফিলিস্তিনিদের বিবেকবুদ্ধি দিন, তারাও যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত ও সমর্পিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বের পরাশক্তিগুলোকেও বিবেকবুদ্ধি দিন তারা যেন দ্বৈতনীতি পরিহার করে ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।'

খুতবার শেষপর্যায়ে আমাদের প্রাণপ্রিয় হুযূর (আই.) নিজের সুস্বাস্থ্যের জন্য জামাতের কাছে দোয়ার আবেদন জানিয়ে বলেন, "দ্বিতীয় দোয়াটি আজ আমি বলতে চাই নিজের জন্য। আমার অনেকদিন ধরে হার্টের ভাল্বের সমস্যা ছিল। ডাক্তাররা আমাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলতেন, কিন্তু আমি এড়িয়ে যেতাম। এখন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, এটা এমন একটা পর্যায়ে এসেছে যে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না, তাই তাদের অনুরোধে বিগত দিনে valve প্রতিস্থাপনের প্রক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ্, এখন আমি সুস্থ আছি। ডাক্তারের পরামর্শে কয়েকদিন মসজিদেও আসতে পারিনি। ডাক্তাররা বলছেন, যে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করার কথা ছিল তা আল্লাহ্‌র রহমতে সফল হয়েছে। দোয়া করবেন 'আল্লাহ্ তা'লা যতদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন আমাকে যেন কর্মক্ষম ও সক্রিয় জীবন দান করেন।" আমীন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

03May 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in